ভাষা	সঙ্গীত	প্রতিকৃতি
৩	৪	৪ক

রাজ	নাগরিক	বাঙালি
৫	৬	৬(২)

প্রজার	সীমানায়	রাষ্ট্রধর্ম
১	২	২ক
প্রজাতন্ত্র	রাষ্ট্রীয় সীমানা	রাষ্ট্রধর্ম

১। প্রজাতন্ত্র

বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।

২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে -

(ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল [এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্‌বহির্ভূত; এবং]

(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।

২ক। রাষ্ট্রধর্ম

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।

ভাষা	সঙ্গীত	প্রতিকৃতি
৩	৪	৪ক
রাষ্ট্রভাষা	জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক	জাতির পিতার প্রতিকৃতি

৩। রাষ্ট্রভাষা

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

৪। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

(১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ।

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।

(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

রাজ	নাগরিক	বাঙালি
৫	৬	৬(২)
রাজধানী	নাগরিকত্ব	জাতি হিসাবে বাঙালী

৫। রাজধানী

(১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

জাতি - বাঙালী
জাতীয়তা - বাংলাদেশী

৬। নাগরিকত্ব

(১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।

৭। সংবিধানের প্রাধান্য

(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

৭ নং: সংবিধানের প্রাধান্য

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন।

সংবিধান

জাতীয় সংগীত

- আমার সোনার বাংলার ১০ লাইন। ৪(১)
- রচনার প্রেক্ষাপট: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ
- প্রথম প্রকাশ: ১৯০৫ (১৩১২ বঙ্গাব্দ)

- যে পত্রিকায় প্রকাশিত: বঙ্গদর্শন (বঙ্কিমচন্দ্র)
- জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা: ৩ মার্চ, ১৯৭১
- সরকারিভাবে গৃহীত হয় – ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২
- জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

গানটির লাইন সংখ্যা: ২৫

জাতীয় সংগীত: ১ম ১০ লাইন

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বাজানো হয়: প্রথম ৪ লাইন।

যে কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

গীতবিতান

জাতীয় সংগীত এর সুর যে গানের অনুকরণে

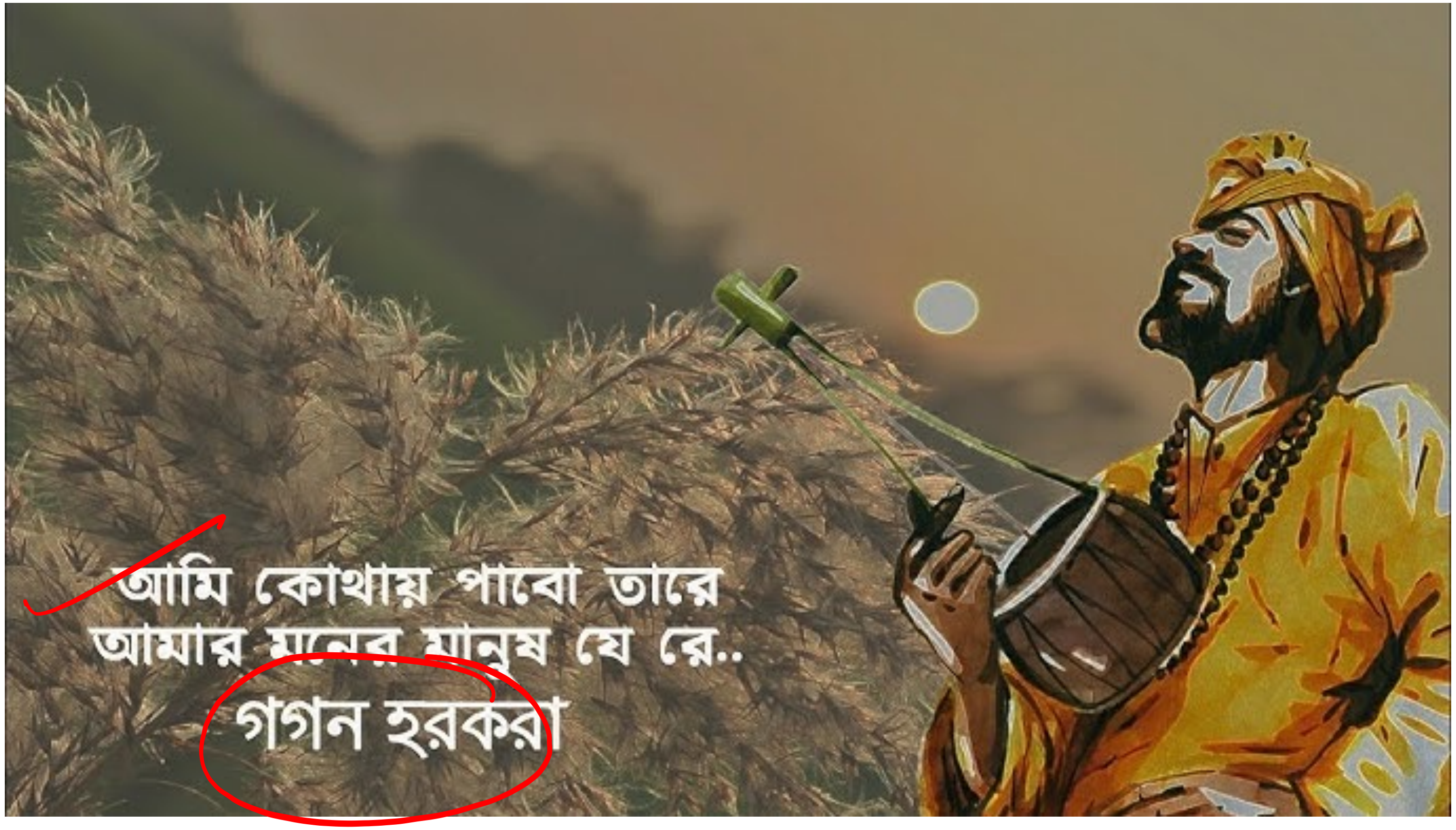

সৈয়দ আলী আহসান

জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক

জাতীয় পতাকা

মানচিত্রখচিত পতাকার ডিজাইনার: শিবনারায়ন দাস

বর্তমান পতাকার ডিজাইনার: কামরুল হাসান

- পতাকার মাপ: ১০:৬ বা ৫:৩
- পতাকা দিবস: ২ মার্চ
- সরকারিভাবে গৃহীত হয় – ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২
- পতাকা অবমাননার শাস্তি: সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড
- পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় – ২১ শে ফেব্রুয়ারি ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য জাতীয় শোক পালনের দিন।

প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী

আ.স.ম আবদুর রব

২রা মার্চ ১৯৭১ সন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন করছেন আ স ম আবদুর রব

জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার:

কামরুল হাসান

জাতীয় প্রতীক

- ১টি শাপলা, ২টি ধানের শীষ, ৩টি পাটপাতা এবং ৪টি তারকা সংবলিত
- ৪টি তারকা চিহ্ন নির্দেশ করে: জাতির লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
- শাপলা ফুলের নিচে ঢেউ আছে: ৫
- জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের অধিকারী: **রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী**

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অর্থনীতি বোঝানোর জন্য পানি, ধান ও পাট প্রতীককে ব্যবহার করা হয়েছে। সব শেষে পানিতে থাকা শাপলা আমাদের জাতীয়তাবোধ, অঙ্গীকার ও সুরুচির জানান দেয়।

রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম ডিজাইনার

এ এন এ সাহা

(নিত্যানন্দ সাহা)

অন্য নাম: এন এন সাহা

- লাল রংয়ের বৃত্তের মাঝে সোনালী রংয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র
- বৃত্তের উপরের দিকে লেখা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
- বৃত্তের নিচে লেখা: সরকার
- বৃত্তের দুই পাশে ২টি করে মোট তারকা আছে: ৪টি
- জাতীয় মনোগ্রাম ব্যবহৃত হয়: সরকারি অফিস, নথি, স্মারক, চিঠিপত্র ও বিজ্ঞপ্তিতে

২য় অধ্যায় (০৮-২৫)

মূলে ৮	জাতি ৯	সমাজ ১০	গণ ১১
ধর্ম ১২	মালিক ১৩	কৃষক ১৪	মন ১৫
গ্রামীণ ১৬	শিক্ষার ১৭	জনগণ ১৮	পরিবেশের উন্নয়ন ১৮ক

মূলে	জাতি	সমাজ	গণ
৮	৯	১০	১১

৮। মূলনীতিসমূহ

৯। জাতীয়তাবাদ

১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

৮নং

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো কী?

- জাতীয়তাবাদ ৯
- সমাজতন্ত্র ১০
- গণতন্ত্র ১১
- ধর্মনিরপেক্ষতা ১২

৯নং - জাতীয়তাবাদ

ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

১০নং - সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

১১নং - গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

মূলে ৮	জাতি ৯	সমাজ ১০	গণ ১১
ধর্ম ১২	মালিক ১৩	কৃষক ১৪	মন ১৫
গ্রামীণ ১৬	শিক্ষার ১৭	জনগণ ১৮	পরিবেশের উন্নয়ন ১৮ক

ধর্ম	মালিক	কৃষক	মন
১২	১৩	১৪	১৫

১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

১৩। মালিকানার নীতি

১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১২ নং

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ করা হবে

(খ) রাষ্ট্রের দ্বারা কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান করা হবে না

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার বন্ধ করা হবে

(ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নির্যাতন, নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।

১৩নং - মালিকানার নীতি

উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

১৪ নং - কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

দুই টাকায়ও
বিক্রি হচ্ছে না ফুলকপি

১৫নং - মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।

তিনমাস ধরে বেতন পাচ্ছে না এনটিসির ১২ হাজার চা শ্রমিক

সূত্রঃ ডেইলি স্টার

মূলে ৮	জাতি ৯	সমাজ ১০	গণ ১১
ধর্ম ১২	মালিক ১৩	কৃষক ১৪	মন ১৫
গ্রামীণ ১৬	শিক্ষার ১৭	জনগণ ১৮	পরিবেশের উন্নয়ন ১৮ক

গ্রামীণ	শিক্ষার	জনগণ	পরিবেশের উন্নয়ন
১৬	১৭	১৮	১৮ক

১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৮। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৮ক। পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

১৬নং - গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৭ নং

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৮ নং

জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৮নং - জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

(১) আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মদ-জুয়া নিষিদ্ধ

১৮ক নং - পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

১৯ নং - সুযোগের সমতা

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

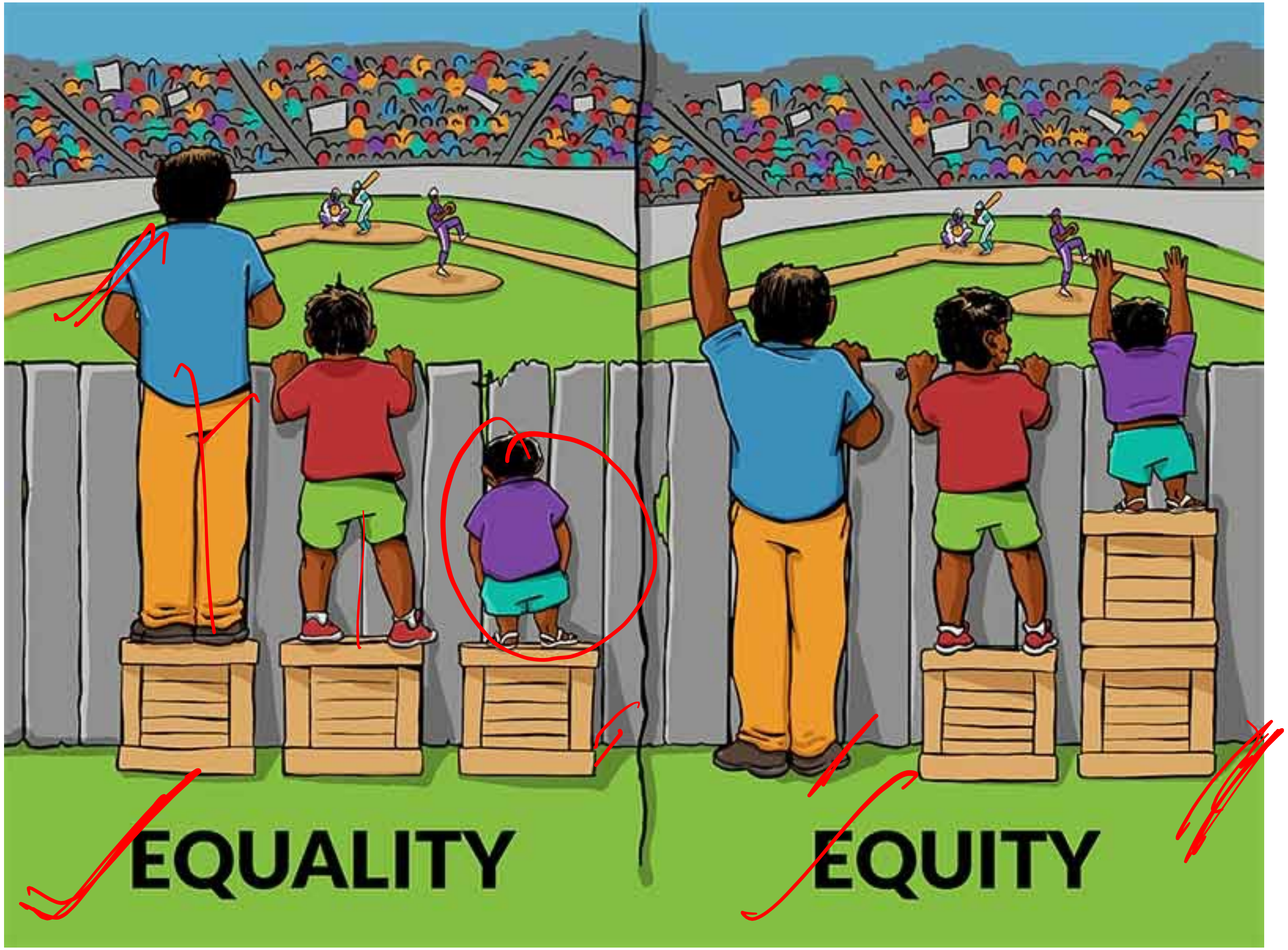

Need based

২০ নং - অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম

(১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

Speed money

২১ নং - নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

(১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

২২ নং

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

- নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে: সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে
- নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের মামলা হয়: ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৫

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

মামলা করেন: **তৎকালীন সাব জজ মাজদার হোসেন**

মামলাটির নাম: **মাজদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ**

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

- মামলার বিচারক ছিলেন: **বিচারপতি মোস্তফা কামাল**
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে রায় দেয়: **২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯**

স্বাধীন বিচার বিভাগের যাত্রা শুরু হয়

০১ নভেম্বর, ২০০৭

আদৌ কি স্বাধীন?

স্বাধীনতা বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় যে কোন চাপ ছাড়া বিচারকেরা নিশ্চিন্তভাবে তাদের রায় দিতে পারবেন। বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ হলো বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে কে, অর্থাৎ এই বিভাগের বদলি পদোন্নতি বা শৃঙ্খলাজনিত ব্যাপার—এটা কে নিয়ন্ত্রণ করবে বা কোন প্রতিষ্ঠান।

- শাহদীন মালিক বলেন, "বিচারের স্বাধীনতা আমাদের বিচারকদের আছে, মানে তারা স্বাধীনভাবে বিচার করার স্বাধীনতা তাদের আছে। কিন্তু পৃথকীকরণের জায়গায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি।"
- তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করছিলেন এভাবে, "বিচার বিভাগের কোন নিয়ন্ত্রণ যদি নির্বাহী বিভাগে থাকে, অর্থাৎ সোজা কথায় আইন মন্ত্রণালয় যদি বিচারকদের নিয়োগ-পদোন্নতি এগুলোর ওপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে বলতে হবে যে পৃথকীকরণ হয়নি।"

- "আমাদের অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ যৌথভাবে আইন মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিম কোর্টে আছে। সেজন্য আমি বলবো যে এখানে পৃথকীকরণটা হয়নি। মানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিচার বিভাগ স্বাধীন না," বলেন তিনি।

২৩ নং - জাতীয় সংস্কৃতি

রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

২৩ (ক)

২৩ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি

রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৪ নং - জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন

বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি,বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৫ নং

পররাষ্ট্রনীতি:

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা

ও সংহতির উন্নয়ন

২৫নং - আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

সকলের প্রতি বন্ধুত্ব,

কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়।

ধন্যবাদ